235370 - মক্কা ও মদনিার ফযীলত

প্রশ্ন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে মদনিায় বসবাস করা উত্তম; নাকি মক্কা মুকার্‌রমায় বসবাস করা উত্তম? এই শহর দুটরি হারাম অঞ্চলরে ভতেরে নামায পড়ার ফযীলত ছাড়া কোন কোন পার্থক্যরে কারণে একটরি সাথে অন্যটরি ফযীলতে তারতম্য ঘটে থাকে?

উত্তররে সংক্ষপ্তিসার

মক্কার ফযীলত:

মক্কার মসজদিে হারামে নামায পড়া অন্যান্য সকল মসজদিরে এক লক্ষ নামাযরে চয়েে উত্তম। তবে মসজদিে নববী ছাড়া, কনেনা সখোনে এক নামায অন্যান্য মসজদিে এক হাজার নামাযরে সমান।
মক্কার বশিষেত্ব হলো: হজ্জ, উমরাহ, কাবাঘর তাওয়াফ, হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করা, সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করা।
আল্লাহ মক্কা নগরীর মাধ্যমে কসম করে বলছেনে: لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ “আমি এই নগরীর শপথ করছি।”[সূরা বালাদ: ১]
আল্লাহ যদেনি আসমান-যমীন সৃষ্টি করনে, সদেনিই মক্কাকে হারাম ঘোষণা করনে। মদনিার এই মর্যাদা নইে।
মদনিার পবত্রিতার চয়েে মক্কার পবত্রিতা বশেি।

মদনিার ফযীলত:

হজিরতরে ভূমি, মুহাজরি-আনসারদরে সম্মলিনস্থল ও জহিাদরে ভূমি।
এই মদনিাতে অধকিাংশ শরয়ি বধিি-বধিান অবতীর্ণ হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা বজিয় করনে, তখন তনিি সখোনে অবস্থান না করে মদনিায় তার হজিরতরে ভূমতিে ফরিে যান। মৃত্যু পর্যন্ত তনিি সখোনে বসবাস করনে এবং সখোনইে তাকে দাফন করা হয়।
ইসলামরে সূচনালগ্নে ও সমাপ্তকিালে মদনিাই মুসলমিদরে সম্মলিনস্থল।
মদনিায় রয়ছেে মসজদিে নববী এবং রয়িাদুল জান্নাত।
মদনিায় আছে আকীক উপত্যকা। যা একটি মুবারকময় উপত্যকা।
কোনো ব্যক্তি যদি মদনিার ক্ষতি করতে চায় আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দনে।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

পৃথবিীর সর্বোত্তম ভূমি কোনটি?

এক:

ভূমরি ববিচেনায় পৃথবিীর মাঝে সর্বোত্তম ভূমি হলো মক্কা, তারপর মদনিা। আর প্রত্যকে ব্যক্তরি জন্য সইে নগরীতে বসবাস করা উত্তম যখোনে তার ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং যখোনে সে বশেি পরমিাণে আল্লাহর ইবাদত করতে পার।ে

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িযা রাহমিাহুল্লাহ বলনে:

‘প্রত্যকে মানুষরে জন্য সর্বোত্তম যমীন হলো সটো যখোনে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলরে আনুগত্য বশেি করে করতে পার।ে এটা অবস্থাভদেে বভিন্নি রকম হব।ে মানুষ বসবাস করার জন্য কোনো নর্দিষ্টি ভূমি উত্তম নয়। বরং প্রত্যকে মানুষরে জন্য উত্তম হবে তার তাকওয়া, আনুগত্য, খুশু-খুযূ এবং ইবাদতরে মনোযোগ অনুসার।ে আবুদ-দারদা (রাঃ) সালমানকে (রাঃ) উদ্দশ্যে করে চঠিি লখিনে: ‘পবত্রি ভূমতিে চলে আস।’ সালমান (রাঃ) তাকে লখিনে: ‘কোনো ভূমি কাউকে পবত্রি করে না। বরং বান্দাকে তার আমল পবত্রি করে তোলে।’[মাজমুউল ফাতাওয়া (১৮/২৮৩) থকেে সমাপ্ত]

মক্কার ফযীলত

মদনিার তুলনায় মক্কা বশে কছিু ফযীলতরে মাধ্যমে শ্রষ্ঠেত্ব অর্জন করছে,ে তন্মধ্যে উল্লখ্যে:

- মক্কার মসজদিে হারামে নামায পড়া অন্যান্য সকল মসজদিরে এক লক্ষ নামাযরে চয়েে উত্তম। তবে মসজদিে নববী ছাড়া, কনেনা সখোনে এক নামায অন্যান্য মসজদিে এক হাজার নামাযরে সমান।
- মক্কার বশিষেত্ব হলো: হজ্জ, উমরাহ, কাবাঘর তাওয়াফ, হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করা, সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করা।
- আল্লাহ মক্কা নগরীর মাধ্যমে কসম করে বলছেনে: لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ “আমি এই নগরীর শপথ করছি।” [সূরা বালাদ: ১] আয়াতে ‘লা’ বৃদ্ধি করা হয়ছে তাগদি প্রদান করার জন্য।
- আল্লাহ যদেনি আসমান-যমীন সৃষ্টি করছেনে সদেনিই মক্কাকে হারাম ঘোষণা করছেনে। মদনিার এই মর্যাদা নইে।
- মদনিার পবত্রিতার চয়েে মক্কার পবত্রিতা বশেি। শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহমিাহুল্লাহ বলনে: ‘মদনিা পবত্রি। এর

পবত্রি একটি এলাকা রয়ছে। কন্তিু এর পবত্রিতা মক্কার পবত্রিতার চয়েে অনকে কম। মক্কার পবত্রি এলাকায় কোনো মুসলমি আসতে হলে, প্রথম বার কাউকে আসতে হলে অবশ্যই ইহরাম পরে আসতে হবে। কন্তিু মদনিায় এমনটি নয়। মক্কার হারামরে ঘাস কাটা, গাছপালা কাটা নষিদ্ধি। কন্তিু মদনিার হারামে চাষাবাদ ও অনুরূপ কাজরে জন্য কছিু গাছে শথিলিতা রয়ছে। মক্কার হারামে শকিার করলে এর ক্ষতপিূরণ দতিে হয়। মদনিার হারামে শকিারে কোন ক্ষতপিূরণ নইে। গুরুত্বপূর্ণ বষিয় হলো সবচয়েে নরিাপদ নগরী মক্কা। এমনকি এখানে গাছপালা ও শকিাররে পশুও নরিাপদ।'[লকিাউল বাবলি মাফতূহ (২/১০৩) থকেে সমাপ্ত]

মদনিার ফযীলত:

- হজিরতরে ভূমি, মুহাজরি-আনসারদরে সম্মলিনস্থল ও জহিাদরে ভূমি। এখান থকেইে বাহনিীগুলো যাত্রা কর।ে এই মদনিা থকেে যুদ্ধাভযিান পরচিালতি হয় এবং নানান দশে বজিতি হয়। ইসলামরে প্রসার ঘটে এবং শর্কি ও মুশরকিরা পরাস্ত হয়।
- এই মদনিাতে অধকিাংশ শরয়ি বধিি-বধিান অবতীর্ণ হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা বজিয় করনে তখন তনিি সখোনে অবস্থান না করে মদনিায় তার হজিরতরে ভূমতিে ফরিে যান। মৃত্যু পর্যন্ত তনিি সখোনে বসবাস করনে এবং সখোনইে তাকে দাফন করা হয়।

আনাস রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: মক্কা বজিয়রে সময়কালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদরেকে গনীমতরে সম্পদ দলিে (কছিু সংখ্যক) আনসার বলছেলিনে য:ে 'এ বড় আশ্চর্যরে বষিয়। আমাদরে তলোয়ার হতে কুরাইশদরে রক্ত এখনও ঝরছে অথচ আমাদরে গনীমতরে সম্পদগুলো তাদরেকে দয়ো হচ্ছ ে।' এ কথা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কাছে পৌঁছলে তনিি আনসারদরেকে ডকেে পাঠান। বর্ণনাকারী বলনে: তনিি বললনে: 'আমি তোমাদরে ব্যাপারে যে কথাটি শুনতে পলোম, সে কথাটি কী?' যহেতেু তারা মথি্যা কথা বলতনে না সহেতেু তাঁরা বলল: 'আপনার নকিট যা পৌঁছছেে সটোই।' তখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললনে: "তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও য,ে লোকরো গনীমতরে মাল নয়িে তাদরে ঘরে ফরিে যাব,ে আর তোমরা আল্লাহ্র রাসূলকে নয়িে নজি ঘরে ফরিব।ে আনসারগণ যে উপত্যকা বা গরিপিথ দয়িে চলে আমি সে উপত্যকা বা গরিপিথ দয়িইে চলব।"[বুখারী (৩৭৭৮) ও মুসলমি (১০৫৯) বর্ণনা করনে]

আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "আমি এমন এক জনপদে হজিরত করার জন্য আদষ্টি হয়ছে,ি যে জনপদ অন্য সকল জনপদকে খয়েে ফলে।ে লোকরো তাকে ইয়াসরবি বলে থাক।ে এটি হল মদনিা। এটি (অবাঞ্ছতি) লোকদরেকে এমনভাবে বহষ্কিার করে দয়ে,ে যমেনভিাবে কামাররে অগ্নচিুলা লোহার মরচিা দূর করে দয়ে।ে"[বুখারী (১৮৭১) ও মুসলমি (১৩৮২)-তে বর্ণতি আছ:ে]

ইমাম নববী বলনে: 'অন্য সকল জনপদকে খয়েে ফলে'ে এর অর্থ আলমেরা দুইভাবে করছেনে। এক: সূচনালগ্নে এটি ইসলামরে

বাহনিীসমূহরে যাত্রার প্রাণকন্দ্র ছলি। এখান থকেইে নগরীগুলো বজিতি হয়। সইে সমস্ত নগরীর ধন-সম্পদ ও বন্দরিা মদনিায় আসে। দুই: এর খাদ্য ও জীবনোপকরণ বজিতি নগরীসমূহ থকেে আসে। সইে নগরীগুলোর গনীমত এখানে নয়িে আসা হয়।'[ইমাম নববীর শরহে মুসলমি (৯/১৫৪) থকেে সমাপ্ত]

বুখারী (১৮৭৬) ও মুসলমি (১৪৭) সংকলন করনে: আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করছেনে য: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "সাপ যমেনভিাবে তার গর্তে ফরিে আসে ঈমান তমেনভিাবে মদনিায় ফরিে আসে।"

- সুতরাং ইসলামরে সূচনালগ্নে ও সমাপ্তকিালে মদনিাই মুসলমিদরে সম্মলিনস্থল।

ইমাম নববী বলনে: 'মদনিায় ফরিে আসে' এর অর্থ হলো: সূচনায় ও সমাপ্ততিে ঈমান এই বশৈষ্ট্যিমণ্ডতি হবে। কারণ ইসলামরে সূচনালগ্নে যাদরে খাঁটি ঈমান ছলি, ইসলাম সঠকি ছলি তারা মদনিায় আসত। হয়তবা মুহাজরি হসিবেে বসবাস করার জন্য, নতুবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দখো, তার কাছ থকেে শখো এবং তার সান্নধ্যি লাভ করার জন্য আসত। এরপর থকেে খলীফাদরে যুগওে এমন ছলি। তাদরে কাছ থকেে ন্যায়সঙ্গত জীবনযাপন শখো এবং অধকিাংশ সাহাবীর অনুসরণ করার জন্য মানুষজন আসত। তাদরে পরে ছলিনে আলমেরা, যারা নজি যুগরে আলোকবর্তকিা এবং সৎপথরে ইমাম। তাদরে কাছ থকেে মদনিাতে বস্তিার লাভ করা সুন্নাহ গ্রহণ করা মানুষ তাদরে কাছে আসতনে। এভাবে প্রত্যকে দৃঢ় ঈমানদার এবং ঈমানে উজ্জীবতি ব্যক্তি মদনিার উদ্দশেে সফর করতনে।'[ইমাম মুসলমিরে শরহে নববী থকেে সমাপ্ত]

- মদনিায় রয়ছেে মসজদিে নববী এবং রয়িাদুল জান্নাত। বুখারী (১১৯৬) ও মুসলমি (১৩৯১) বর্ণনা করনে: আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: "আমার ঘর ও মম্বিররে মাঝে আছে জান্নাতরে বাগানসমূহরে মধ্য হতে একটি বাগান। আর আমার মম্বির আমার হাওযরে উপর অবস্থতি।"
- মদনিায় আছে আকীক উপত্যকা। এটি বরকতময় উপত্যকা। বুখারী (১৫৩৪) সংকলন করছেনে য, ইবনে আব্বাস রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করছেনে: তনিি উমর রাদয়িাল্লাহু আনহুকে বলতে শুনছেনে: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আকীক উপত্যকায় বলতে শুনছে: "আজ রাতে আমার রবরে পক্ষ থকেে আমার কাছে একজন আগন্তুক এসে বললনে: আপনি এই বরকতময় উপত্যকায় সালাত আদায় করুন এবং বলুন: (আমার এ ইহ্রাম) হজ্জরে সাথে 'উমরাহ'রও।"

- কোনো ব্যক্তি যদি মদনিার ক্ষতি করতে চায় আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দনে। সাদ রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: "আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনছে: য কউে মদনিাবাসীর সাথে ষড়যন্ত্র বা প্রতারণা করব, সে এমনভাবে গলে যাব, যমেনভিাবে লবণ পানতিে গলে যায়।"[বুখারী (১৮৭৭) -পাঠটি তার- বর্ণনা করছেনে এবং মুসলমি (১৩৬৩) বর্ণনা করনে]

সুতরাং আল্লাহ যাকে মক্কায় বসবাসরে নয়িামত প্রদান করছেনে তাকে অভনিন্দন। আল্লাহ যাকে মদনিায় বসবাসরে নয়িামত

প্রদান করছেনে তাকে অভনিন্দন। আল্লাহর যে কোনো যমীনে আল্লাহ যাকে তাকওয়াসহ বসবাস করার নয়িামত প্রদান করছেনে তাকওে অভনিন্দন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।